সমকাল

তারিখ 16 SEP 2013
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
ব্যবসাই মূলমন্ত্র!

দেশের ৭১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২৬টিতে উপাচার্য, ৫৯টিতে উপ-উপাচার্য আর অন্তত ৫২টিতে বৈধ কোষাধ্যক্ষ নেই। অথচ ২০১০ সালে প্রণীত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী উল্লিখিত তিন কর্তাব্যক্তি না থাকলে নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্পূর্ণ বলে ধরা হয় না। এর অর্থ হলো, দেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক কার্যক্রম থেকে সাধারণ প্রশাসন পর্যন্ত সবকিছুই চলছে বেআইনিভাবে। তার ওপর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং আরও কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যরা বিরোধে জড়িয়ে পড়ার কারণে সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে মাঝে মধ্যেই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এর উদ্যোক্তারা কার্যত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হওয়ার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রোববার সমকালে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখন 'ব্যবসা' : বাড়ছে অস্থিরতা' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলমান অব্যবস্থাপনা, মালিকানার দ্বন্দ্ব ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকার চিত্র উঠে এসেছে। আর এমন প্রায় নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যেই রাজনৈতিক বিবেচনায় আরও সাতটি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার অনুমোদন দিয়েছে। শাসন মেয়াদের শেষ মুহূর্তে এসে। এভাবে রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণেই যে এগুলোকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত মানতে বাধ্য করানো যাচ্ছে না– এই সত্য আমাদের রাজনৈতিক সরকারগুলো কবে উপলব্ধি করবে? উদ্যোক্তাদের মধ্যে কেবল ব্যবসায়িক স্বার্থবুদ্ধিতা কাজ করায় বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অনিয়ম, নামকাওয়াস্তে পাঠদান, কোচিং সেন্টারের আদলে কোনো কোনোটি পরিচালনা, অনিয়মিত শিক্ষক দিয়ে ক্যাম্পাস পরিচালনা এমনকি কোনো কোনোটির ক্যাম্পাস ও শাখা বিক্রি, আবার মালিকানা দ্বন্দ্বের কারণে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্পাসের উপস্থিতি ও শিক্ষাক্রম পরিচালনার মতো এক ধরনের নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। কোনো কোনোটি সার্টিফিকেট বাণিজ্যেও জড়িয়ে পড়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) মাঝে মধ্যে এগুলোকে পত্র দিয়েই খালাস। এগুলোর মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজনৈতিক লেবেল সাঁটা থাকার কারণে এদের আইন মানতে বাধ্য করাতে প্রয়োজনীয় চাপও প্রয়োগ করতে পারে না নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লাগামছাড়া চলতে থাকলে দেশে প্রত্যাশিত উচ্চশিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি গড়ায় অবদান রাখতে সমর্থ হবে না। ফলে আমাদের উন্নত জাতি গঠনের প্রত্যাশাও কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ হয়ে রইবে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশগুলোতে বেসরকারি পর্যায়ে গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রভূত অবদান রাখছে। এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতারা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যের পরিবর্তে সামাজিক দায়িত্ববোধে তাড়িত হয়েই এগুলো প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। এ জন্য তারা নিজেদের সঞ্চয়কে পর্যন্ত উদারভাবে দান করে যান। ফলে এসব দেশ আজ বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানে নেতৃস্থানীয়। আর আমাদের এখানে এর উল্টোটাই ঘটছে। আমরা এ অবস্থার অবসান চাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরাজমান অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা দূর করার ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে– এটা প্রত্যাশিত। এগুলো সত্যিকারভাবে দেশে ভবিষ্যৎ জ্ঞানী-গুণী ও দক্ষ মানুষ তৈরিতে অবদান রাখতে সমর্থ হোক।